দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

এমপিওভুক্তি : প্রভাবশালী অনেক এমপির তদবির টেকেনি

আমার জানামতে কোন টাকা লেনদেন হয়নি : যতদিন দায়িত্বে থাকবো কেউ টাকা লেনদেন করতে পারবে না

শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, চারদলীয় জোট সরকারের সময় থেকে দীর্ঘদিন এমপিওভুক্তি বন্ধ থাকার পর ১ হাজার ২২টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত (মাস্টার পে অর্ডার) হওয়ায় ১৫ হাজারের বেশি শিক্ষক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনানুযায়ী সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে দেশের পশ্চাৎপদ এলাকা, দুর্গম অঞ্চল, হাওর অঞ্চল, পাহাড়ী এলাকা এবং যেসব এলাকায় নারীরা পিছিয়ে আছে সেসব এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কোন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির তদবিরের জন্য কারো কাছে টাকা দিয়ে থাকলেও তারা আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। আমার জানা মতে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এমপিওভুক্তির বিষয়ে কোন ধরনের লেনদেন হয়নি। আমি এটাই বলতে চাই– যতদিন আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকবো ততোদিন কেউ টাকা লেনদেন করতে পারবে না। গতকাল রোববার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এমপিওভুক্তি নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এমপিওভুক্তি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ভবিষ্যতে বৈধ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অতীতের কোনো নিয়মকে অনুসরণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে অতীতে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এবার এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে নীতিমালা, অর্থ মন্ত্রণালয়ের শর্ত ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

অবৈধ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে কি না সে সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সার্ভে (জরিপ) করার প্রক্রিয়া চলছে। যেসব এলাকায় অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেসব প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকার

পৃঃ ১২ কঃ ৬

আমার জানামতে কোন টাকা লেনদেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জনগণের অর্থ অপচয় হতে দেবে না। বিভিন্ন পদ্ধতিতে অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিরুৎসাহে আমার উদ্যোগ নেয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার ৩১২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান এবার এমপিওভুক্ত হয়নি সেসব প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে এমপিও'র আওতায় আনার আশ্বাস দিয়ে তিনি জানান, এমপিওভুক্তির আবেদন বিবেচনাকালে দেখা যায়, রাজশাহী বিভাগে ১ হাজার ৪৪৫টি স্কুল এবং ৪২৩টি কলেজসহ মোট ১ হাজার ৮৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত রয়েছে। খুলনা বিভাগে ৭১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত রয়েছে। বরিশাল বিভাগে ৫৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত রয়েছে। রাজশাহী বিভাগের সব জেলায় স্কুল এবং কলেজের সংখ্যা প্রাপ্যতার চেয়ে বেশী রয়েছে। ঢাকা বিভাগে ৯১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্যতার চেয়ে কম আছে। অপরদিকে সিলেট বিভাগে ২১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্যতার চেয়ে কম রয়েছে এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৫২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্যতার চেয়ে কম রয়েছে।

এ বছরে সরকার দেশে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিওভুক্ত কার্যক্রম শুরু করেছে। চলতি অর্থবছরের নির্ধারিত বাজেটে বরাদ্দকৃত ১১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকায় করা হয়েছে এমপিওভুক্ত ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ সাত বছর প্রতীক্ষার পর ১৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী এ বছরের জানুয়ারী থেকে এমপিও'র এই টাকা ভোগ করবেন। গত শুক্রবার ওয়েবসাইটে নতুন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, এবার মোট ৭ হাজার ৫৩৩টি প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির আবেদন জমা পড়েছিল। এর মধ্যে বৈধ আবেদনের সংখ্যা সাত হাজার। এই সাত হাজারের মধ্যে যারা শর্ত পূরণ করতে পেরেছে তাদের মধ্য থেকে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫১টি জেকেজনাল মাধ্যমিক স্কুল, ১৮টি ডিগ্রি কলেজ, ১৬৩টি দাখিল মাদ্রাসা, ২৭টি আলিম মাদ্রাসা, ৬টি ফাজিল মাদ্রাসা, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ৫০টি, ১৬১টি এইচএসসি (বিএম), ২২৮টি জুনিয়র স্কুল, ১৪টি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ২০৪টি সেকেন্ডারি স্কুল এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

তালিকায় এবার হাইস্কুল এমপিওভুক্ত হয়েছে মোট ২০৪টি। সিলেটে সর্বোচ্চ ১৪টি, হবিগঞ্জে ১২টি এবং সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলায় ১১টি স্কুল এমপিও পেয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ১২টি ও জেলা কিশোরগঞ্জে ১০টি স্কুল এমপিওভুক্ত হয়েছে। দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়েছে ১৬৩টি। এর মধ্যে সিলেটে ১১, কুমিল্লায় ১০, গোপালগঞ্জে ৮ ও ফরিদপুরের ৯টি মাদ্রাসা রয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) এমপিওভুক্ত হয়েছে ২২৮টি। এর মধ্যে হবিগঞ্জ জেলায় সবচেয়ে বেশি ১৭টি স্কুল হয়েছে। এছাড়া সুনামগঞ্জে ১৪, চট্টগ্রামে ১০, শেরপুরে ১১, ময়মনসিংহে ১১, সিলেটে ৯, জামালপুরে ১০, গোপালগঞ্জে ৭, মৌলভীবাজারে ৭, ফরিদপুরে ৬ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৯টি স্কুল রয়েছে। অপরদিকে কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, ফেনী, নোয়াখালী, মাগুরা, জামালপুর, সাতক্ষীরাসহ কয়েকটি জেলায় মাত্র একটি অথবা দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। লক্ষীপুর, রাঙ্গামাটি, ঝালকাঠি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চট্টগ্রাম, পাবনা, সুনামগঞ্জসহ কয়েকটি জেলায় মাত্র একটি করে মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। নীলফামারী, নওগাঁ, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, বরিশাল, বান্দরবানসহ কয়েকটি জেলায় মাত্র একটি করে নিম্নমাধ্যমিক স্কুল (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) এমপিও পেয়েছে। সারাদেশে ৫০টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এমপিও পেয়েছে। এর মধ্যে টাঙ্গাইলের ৬টি, ময়মনসিংহের ৪টি ও জামালপুর থেকে ৩টি কলেজ রয়েছে। ঢাকা জেলা ও মহানগরে ধানমন্ডি থেকে একটি কলেজ এমপিও পেয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিও দেয়ার জন্য তালিকা প্রকাশ করার আগ পর্যন্ত ছিল প্রচুর ব্যস্ততা। এমপিওভুক্তির বাছাই কমিটির নেতৃবৃন্দ জানান, তিন দিন ধরে বাছাই কমিটির সদস্যদের রাত সময় কেটেছে। তারা দিন-রাত এই তালিকা চূড়ান্ত কাজে ব্যস্ত ছিল। এমনকি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও রাত জেগে এ কাজ করেছেন।